

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর ভাতা খাতে ঘাটতি বাড়ছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর ভাতা খাতে প্রতি মাসেই ঘাটতি বাড়ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি পরিস্থিতি পরিবর্তনের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, আগামী অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।

গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য ইয়াসিন আলীর প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এই তথ্য জানান। তিনি শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও থেকে কেটে নেওয়া চার শতাংশ হারে চাঁদার ওপর ভিত্তি করে অবসর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, বর্তমানে মাসিক চাঁদা খাত থেকে আসে মাত্র ১৭ কোটি টাকা। অবসর সুবিধার আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন প্রতি মাসে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অবসর সুবিধা বোর্ডে বর্তমানে অনিষ্পন্ন ৪২ হাজার ৩৮০টি আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য প্রায় এক হাজার ৯৬১ কোটি টাকা এবং কল্যাণ ট্রাস্টে অনিষ্পন্ন প্রায় ২৮ হাজার আবেদন নিষ্পত্তি করতে বর্তমানে প্রায় ৪৮৫ কোটি টাকা প্রয়োজন।

সরকারি, দলের সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশে কিডারগার্টেনের সংখ্যা ১৮ হাজার ৩১৮টি। আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইনের প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১৬ হাজার ৬০০টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৪৪ হাজার ৯৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। সরকারি দলের সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের প্রশ্নের জবাবে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ জানান, ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা, হোটেল র্যাডিসন, দুতাবাস ও কূটনৈতিক এলাকা, বেইলি রোড, রূপসী বাংলা হোটেল (বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল) ও হোটেল সোনারগাঁও এলাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।